সংক্ষিপ্তসার

নানা বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই জগৎ। জীব তার পূর্বার্জিত প্রারব্ধ-কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎ-এ জন্মগ্রহণ করে এবং এখান থেকেই জীব তার বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। তাই সাহিত্যিক, দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হতে শুরু করে আপামর সাধারণ মানুষের জগৎ-কে জানবার দুর্নিবার ইচ্ছা সেই সুপ্রাচীন কাল হতে পরিলক্ষিত। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তা হলে দেখতে পাব একটা সময় ছিল যখন মানুষ অরণ্যে বিচরণ করতো, বনের ফল, মূল ও পাতা সংগ্রহ করে জীবন অতিবাহিত করতো। সে সময় মোহময়ী পৃথিবীর বৈচিত্র্য তাদের নিকট রহস্যাবৃত মনে হত। ফলস্বরূপ তারা এই বৈচিত্র্যে মোড়া জগতের পরতে পরতে মিশে থাকা রহস্যজাল ভেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে, এই জগতের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছেন এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎকে? কি দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে? এই জগতের শেষ কোথায়? তা কি কালের নিয়মে একসময় হারিয়ে যাবে? কীভাবে এই জগতের ধ্বংস হতে পারে? এত যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ভূ-কম্প, বিধ্বংসী ঝড়, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণ, দাবানল – এসবের কারণ কি? এমন হাজার প্রশ্ন সেই আদিকাল হতে মানুষকে ভাবিয়ে আসছে। কাজেই জগৎ-বিষয়ক আলোচনাটি সেই সুপ্রাচীন কাল হতে শুরু করে বর্তমান দিনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

'জগৎ' কথাটির অর্থ হল – যা গমনরত; অথবা বলা যায় নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে এগিয়ে চলেছে, তাই জগৎ। বস্তুতঃ মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু, অণু-পরমাণু – সবই গতিশীল। তাই সূর্যও গতিশীল। যদিও এই সূর্যকে আমরা স্থির বলে মনে করি। পৃথিবী হতে সূর্য বহুদূরবর্তী হওয়ায় এবং সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হওয়ায় আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সূর্যকে স্থির বলে মনে হয় বটে এবং পৃথিবীর গতি সূর্যের ওপর আরোপ করে সূর্যের উদয়-অস্ত কল্পনা করি বটে। বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই স্থির নয়, সবই সচল, গতিমান

অর্থাৎ জগৎ। এই অর্থে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছুই, যা আমরা দেখি আবার যাকিছু আমরা দেখি না – এসমস্ত কিছু নিয়েই হল আমাদের এই জগৎ।

সেই সুপ্রাচীন কাল হতে আদ্যাবধি মানুষ জগৎকে জানার হাজার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও জগতের কতটুকুই বা জানা সম্ভব হয়েছে? আমাদের মত সসীম জীব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই জগতের ভগ্নাংশমাত্রকে জানতে সক্ষম হয়েছে। এর বাইরে যে প্রতিদিন সহস্রাধিক ঘটনা ঘটেই চলেছে তার হদিশ আমরা কেউ পাই না। কাজেই জগতের প্রকৃত স্বরূপ যাতে আমরা জানতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিদৃশ্যমান জগৎ-কে অবলম্বন করে আমার এই গবেষণা নিবন্ধ।

বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ অনুধাবন করতে গিয়ে আমি মূলত পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বিষয়টা উপস্থাপন করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমরা মূলত আলোকপাত করেছি 'ভারতীয়দর্শনে পদার্থতত্ত্ব'-এর ওপর। কারণ জাগতিক-বিষয়সমূহকে বাদ দিয়ে জগৎ-বিষয়ক আলোচনাটি সম্পূর্ণ হয় না। আর বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে গেলে অন্যান্য ভারতীয়দর্শনের দৃষ্টিতে জগতের স্বরূপ বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক। তাই প্রথম অধ্যায়ে মূলত ভারতীয়দর্শনে আস্তিক ও নাস্তিকভেদে যে নয়টি সম্প্রদায় সমধিক পরিচিত তাদের জগৎ ও জাগতিক-বিষয় সম্পর্কে যে অভিমত তা কথঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত 'বৈশেষিক-দর্শনে পদার্থতত্ত্ব' এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আমরা যদি বৈশেষিক-দর্শনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তা হলে বুঝতে পারবো, বৈশেষিক-দর্শন মূলত জগৎ-কেন্দ্রিক। জগৎ বিষয়ে জিজ্ঞাসা থেকেই এই দর্শনের শুরু হয়েছে। যদিও বৈশেষিক-দর্শন একটি আধ্যাত্মিকদর্শন। মুক্তি বা মোক্ষ হল এই দর্শনের মূল অভিপ্রেত। পরম কারুণিক মহর্ষি কণাদ তাঁর '*বৈশেষিকসূত্র* গ্রন্থে নিঃশ্রেয়স লাভের উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে জাগতিক বিষয়সমূহকে মূল সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের সাধর্ম্য বৈধর্ম্য বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স লাভে আবশ্যক বলেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জগৎ ও জাগতিক

বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করেই বৈশেষিক-দর্শনের অন্যান্য দার্শনিক প্রস্থানগুলি আবর্তিত হয়েছে। তাই বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত বৈশেষিকাচার্যগণ জাগতিক বিষয়সমূহকে যে সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন সেই সপ্ত-পদার্থের স্বরূপ এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'বৈশেষিক-দর্শনে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়' এই বিষয়ের ওপর যথামতি আলোচনা করেছি। জগৎ-বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে একেবারে শুরুর দিকে যে প্রশ্নগুলি আমাদের মাথায় আসে, তা হল জগতের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? তা কতকাল বিদ্যমান থাকবে? কিংবা এটি কীভাবে ধ্বংস হতে পারে? এরূপ নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর এই অধ্যায়ে বৈশেষিকাচার্যগণকে অনুসরণ করে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়' বিষয়ের ওপর কথঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। এই আলোচনা করতে গিয়ে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণও থেকে সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়ে মূলত আমার সমগ্র কাজটি পর্যালোচনা পূর্বক বৈশেষিক-দর্শনের যে বিশেষত্ব, যা তাকে আজও ভারতীয়দর্শন চর্চার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্থান দিয়েছে, তা বর্ণনার চেষ্টা করেছি। আধুনিক বিজ্ঞান আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে তত্ত্বগুলিকে নিজেদের প্রথম আবিষ্কার বলে দাবী করছে এবং বহুজনের দ্বারা প্রশংসিত হচ্ছে আমরা যদি একটু বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করি তা হলে বুঝতে পারবো সেই তত্ত্বগুলি তাদের প্রথম আবিষ্কার নয়; বরং আমাদের ক্রান্তদর্শী ঋষিগণ হাজার হাজার বছর পূর্বে সেই সমস্ত তত্ত্বের ওপর আলোকপাত করে গেছেন। সেগুলিকেই তাঁরা আজ জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন মাত্র। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্ব, যেমন – পরমাণুতত্ত্ব, বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা, জগৎসৃষ্টি এবং তার বিবর্তন প্রক্রিয়া, বস্তুর গুরুত্ব, গতির ধারণা, বলবিদ্যা, অভিকর্ষ শক্তি, শব্দ-পরিবহনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৈশেষিকাচার্যগণের যে ব্যাখ্যা তা আজকের দিনে দাঁড়িয়েও মানুষকে বিস্মিত করে।

আজ হতে সহস্রাধিক বছর পূর্বে বৈশেষিকাচার্যগণের জগৎ ও জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণী চিন্তা তা আজকের আধুনিক বিজ্ঞানকেও প্রভাবিত করে। আধুনিক বিশ্ব পরমাণুবাদে উন্নত থেকে উন্নততর পথে পা বাড়িয়েছে। একটু কান পাতলে শোনা যায় এক রাষ্ট্রের সঙ্গে ওপর রাষ্ট্রের শক্তির প্রতিযোগিতা ও পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুঙ্কার। এই পরমাণু বিজ্ঞানের উৎস খুঁজে পাই যে দর্শনে তা হল বৈশেষিক-দর্শন। বৈশেষিক-দর্শনই পরমাণুর অমিত শক্তির সন্ধান বিশ্ববাসীকে প্রথম দিয়েছিলেন। তবে যে পরমাণু থেকে ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, যে পরমাণুর অসাধারণ ক্ষমতা বৈশেষিক-দর্শনের ছত্রে ছত্রে নিহিত; সেই পরমাণুর প্রয়োগ যাতে মানব-কল্যাণের নিমিত্ত হয় সেটাই ছিল আর্য ঋষিগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজ আমরা লক্ষ্য করছি 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' যে শাস্ত্রের উদ্ভব সেই শাস্ত্রের অভিলাষকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নিজেদের স্বার্থে তাকে কাজে লাগিয়ে আমরা মেতে উঠেছি বিশ্বের ধ্বংসলীলায়। যে আগুন আমাদের পাকের জন্য উদ্ভূত, তাকে আমরা অন্যের গৃহদাহের নিমিত্ত ব্যবহার করছি। কিন্তু এটা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নয়। ভারতবর্ষ শান্তির পিয়াসী একটি দেশ। সকল ধর্মের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই ভারতবাসীর আদি ধর্ম। তাই প্রাচীন ভারতীয়-আচার্যগণ তাঁদের অভূতপূর্ব নানান আবিষ্কারকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে প্রচার করে গেছেন।

বিষয়সূচক শব্দঃ বৈশেষিক, জগৎ, পদার্থ, সৃষ্টি, প্রলয়।